AMFI-WB WE-LEAD Project

Individual Case Study:

Overcoming Adversity through the WE-LEAD Project - The Story of Ms Rinku Dutta

Background: Chhatna Block, Bankura District: Rinku Dutta, a resident of Besora village in Jhunjka Gram Panchayat, has a small family consisting of her husband, Swapan Dutta, and their two children – a son and a daughter. Swapan Dutta used to receive orders to make laddoos for marriage houses and previously worked on printing wedding cards at a press. However, he suddenly became unemployed due to illness, plunging the family into financial instability

Intervention Support: The family faced severe economic hardships as Swapan's illness prevented him from working. Although Rinku Dutta secured a job as a cook in a school, her income was insufficient to cover the high education costs of their children. Their son had passed secondary school, and their daughter was pursuing an honors degree in English at Bankura Sammilani College, which demanded substantial financial resources. This situation created considerable tension within the family.

Turning Point: Rinku Dutta, who had completed education up to the 8th grade, always aspired to contribute financially to her family but was unable to pursue training due to their poor financial condition. Recognizing the dire need to support her family, Rinku sought opportunities to make a difference.

In April 2023, Rinku learned about the SIDBI-supported AMFI-WB's We-Lead project that had commenced in the Chatna block of Bankura district. The baseline survey for the project was conducted by Gauri Das on October 16, 2023. The We-Lead project aimed to empower women through entrepreneurial development programs (EDP), providing training and resources to foster entrepreneurship.

Training and Resilience: Rinku enrolled in the We-Lead project's tailoring training program in Besora village. The training began on February 20, 2024, and concluded on April 4, 2024. Despite the lack of transportation and communication facilities in their village, Rinku and her husband worked tirelessly to improve their circumstances. They took a loan of Rs 8,000 from the government SHG (Self-Help Group) and purchased a tailoring machine.

Entrepreneurial Journey

Rinku began practicing tailoring and gradually started receiving orders. The support from the AMFI-WB staff was instrumental as they helped her connect with the Jhantipahari market, where she started getting more orders. Through her dedication and hard work, Rinku began earning Rs 1500 per month. She meticulously managed her loan repayments and savings, demonstrating financial discipline and resilience.

Current Situation and Future Aspirations: The We-Lead project brought significant positive changes to Rinku Dutta's life. She not only gained financial independence but also restored stability and prosperity to her family. Rinku's efforts and the support from the We-Lead project enabled her to overcome the economic challenges posed by her husband's illness. She became self-reliant and a role model for other women in her community.

Rinku Dutta's story is a testament to the transformative power of empowerment initiatives like the We-Lead project. Through training, support, and her own determination, Rinku successfully established a tailoring business, bringing financial stability to her family. Her journey from a struggling homemaker to a successful entrepreneur underscores the importance of providing opportunities and resources to women in rural areas, enabling them to contribute meaningfully to their families and communities.

AMFI-WB WE-LEAD Project

স্বতন্ত্র কেস স্টাডি:

WE-LEAD প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিকূলতা অতিক্রম - মিসেস রিঙ্কু দত্ত,র গল্প:

পটভূমি: পরিবারে ব্যাপক চাপ সৃষ্টি করে।রিঙ্কু দত্ত, ঝুঞ্জকা গ্রাম পঞ্চায়েতের বেসোরা গ্রামের বাসিন্দা, তার ছোট পরিবারের সাথে বসবাস করেন। পরিবারে রয়েছেন তার স্বামী স্বপন দত্ত এবং তাদের দুই সন্তান – এক ছেলে এবং এক মেয়ে। স্বপন দত্ত বিবাহ বাড়ির জন্য লাড্ডু তৈরি করার অর্ডার পেতেন এবং পূর্বে একটি প্রেসে বিয়ের কার্ড মুদ্রণের কাজ করতেন। তবে, হঠাৎ অসুস্থতার কারণে তিনি বেকার হয়ে যান, ফলে পরিবারটি আর্থিক অস্থিরতার মধ্যে পড়ে।

প্রাথমিক চ্যালেঞ্জ: স্বপনের অসুস্থতার কারণে তিনি কাজ করতে না পারায় পরিবারটি মারাত্মক অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হয়। যদিও রিঙ্কু দত্ত একটি স্কুলে রাঁধুনির কাজ পান, তার আয় তাদের সন্তানদের উচ্চ শিক্ষার ব্যয় বহন করতে পর্যাপ্ত ছিল না। তাদের ছেলে মাধ্যমিক স্কুল পাস করেছে এবং তাদের মেয়ে ব্যাংকুরা সম্মিলনী কলেজে ইংরেজিতে অনার্স করছে, যার জন্য উল্লেখযোগ্য আর্থিক সম্পদের প্রয়োজন। এই পরিস্থিতি

পরিবর্তনের মুহূর্ত: রিঙ্কু দত্ত, যিনি অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা সম্পন্ন করেছেন, সর্বদাই তার পরিবারকে আর্থিকভাবে সহায়তা করার ইচ্ছা পোষণ করতেন কিন্তু পরিবারের দুর্দশার কারণে প্রশিক্ষণ নিতে সক্ষম হননি। পরিবারের জন্য সহায়তার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে রিঙ্কু সুযোগ খুঁজতে থাকেন।

এপ্রিল ২০২৩-এ, রিঙ্কু SIDBI সমর্থিত AMFI-WB-এর উই-লিড প্রকল্প সম্পর্কে জানতে পারেন, যা ব্যাংকুরা জেলার ছাতনা ব্লকে শুরু হয়েছে। প্রকল্পের বেসলাইন সমীক্ষা ১৬ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে গৌরী দাস দ্বারা পরিচালিত হয়। উই-লিড প্রকল্পটি উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচি (EDP) এর মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়ন করার লক্ষ্যে গঠিত, যা প্রশিক্ষণ এবং সম্পদ প্রদান করে উদ্যোক্তাদের উন্নয়নে সহায়তা করে।

উই-লিড প্রকল্প এবং প্রশিক্ষণ: রিঙ্কু বেসোরা গ্রামে উই-লিড প্রকল্পের টেইলরিং প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে নাম লেখান। প্রশিক্ষণটি ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪-এ শুরু হয়ে ৪ এপ্রিল, ২০২৪-এ শেষ হয়। তাদের গ্রামের পরিবহন এবং যোগাযোগের সুযোগের অভাব সত্ত্বেও, রিঙ্কু এবং তার স্বামী পরিশ্রম করে তাদের পরিস্থিতি উন্নত করার চেষ্টা করেন। তারা সরকারের স্বনির্ভর গোষ্ঠী (SHG) থেকে ৮,০০০ টাকা ঋণ নেন এবং একটি সেলাই মেশিন কিনেন।

উদ্যোক্তা যাত্রা: রিঙ্কু সেলাইয়ের অনুশীলন শুরু করেন এবং ধীরে ধীরে অর্ডার পেতে থাকেন। AMFI-WB কর্মীদের সহায়তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল কারণ তারা তাকে ঝন্টিপাহাড়ি বাজারের সাথে যুক্ত হতে সহায়তা করেন,

যেখানে তিনি আরও অর্ডার পেতে শুরু করেন। তার নিষ্ঠা এবং কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে, রিঙ্কু মাসে ১৫০০ টাকা উপার্জন শুরু করেন। তিনি তার ঋণ পরিশোধ এবং সঞ্চয় ব্যবস্থাপনা করেন, যা আর্থিক শৃঙ্খলা এবং স্থিতিশীলতার প্রমাণ।

প্রভাব এবং ফলাফল: উই-লিড প্রকল্প রিঙ্কু দত্তের জীবনে উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে। তিনি কেবল আর্থিক স্বাধীনতাই অর্জন করেননি, বরং তার পরিবারে স্থিতিশীলতা এবং সমৃদ্ধি ফিরিয়ে আনেন। রিঙ্কুর প্রচেষ্টা এবং উই-লিড প্রকল্পের সহায়তায় তিনি স্বামীর অসুস্থতার কারণে সৃষ্ট অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জগুলি অতিক্রম করতে সক্ষম হন। তিনি স্বনির্ভর হয়ে ওঠেন এবং তার সম্প্রদায়ের অন্যান্য মহিলাদের জন্য একটি রোল মডেল হন।

উপসংহার: রিঙ্কু দত্তের গল্পটি উই-লিড প্রকল্পের মতো ক্ষমতায়ন উদ্যোগের রূপান্তরকারী ক্ষমতার প্রমাণ। প্রশিক্ষণ, সহায়তা এবং নিজের সংকল্পের মাধ্যমে রিঙ্কু সফলভাবে একটি সেলাই ব্যবসা স্থাপন করেন, তার পরিবারে আর্থিক স্থিতিশীলতা নিয়ে আসেন। একজন সংগ্রামী গৃহবধূ থেকে সফল উদ্যোক্তা হয়ে ওঠার তার যাত্রা গ্রামীণ এলাকায় মহিলাদের জন্য সুযোগ এবং সম্পদ প্রদানের গুরুত্বকে তুলে ধরে, যা তাদের তাদের পরিবার এবং সম্প্রদায়ের জন্য অর্থবহভাবে অবদান রাখতে সক্ষম করে।